দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী

দেশে ইংরাজী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্নাতক (পাস ও সম্মান) পর্যায়ে পাঠক্রমে ইংরাজী একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হবেন, তাদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রথম কার্যকর হবে।

বেশ কয়েক বছর আগেও স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ইংরাজীতে ফেল করায় স্নাতক পর্যায়ে পাসের হার ১০/১১ শতাংশে নেমে আসে। এর ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রী বঞ্চিত থেকে যান। কিন্তু ইংরাজীর বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করার ফলে স্নাতক পর্যায়ে পাসের হার ৪০ শতাংশেরও বেশী দাঁড়ায়।

এর ফলে স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে দুটি মত প্রচলিত হয়। স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী বাধ্যতামূলক করার পক্ষে যারা, তাদের বক্তব্য হল, ইংরাজী এখন আন্তর্জাতিক ভাষা। ইংরাজী জ্ঞান না থাকলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষার অভাবে নিম্ন শ্রেণীতে ইংরাজীর শিক্ষকের সঙ্কটও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরদিকে যারা ইংরাজী বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে, তাদের যুক্তি হল, ইংরাজী বাধ্যতামূলক করা হলে পুনরায় স্নাতক পর্যায়ে ফেলের হার ৯০ শতাংশে উন্নীত হবে, যার ফলে হাজার হাজার সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী চাকরি-বাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, দেশে উচ্চ শিক্ষিত জনশক্তি হ্রাস পাবে। তাদের মতে, স্নাতক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে এখনও ইংরাজী চালু আছে। যারা ভবিষ্যতে ইংরাজীপ্রধান চাকরি-চাকরিতে আগ্রহী, তারা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করুক; অন্যদের ওপর জোর করে তা চাপিয়ে দেয়ার কোন মানে হয় না।

ইংরাজী জ্ঞানের সঙ্গে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক বা মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই জড়িত নয়—আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং প্রতিদিনের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আজকের পৃথিবীতে ইংরাজী জানা অপরিহার্য। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে তথ্যপ্রবাহ তার মাধ্যমও ইংরাজী। তাই মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত যথাযথ ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা জরুরী।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, ইংরাজী শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু এই শিক্ষার চাপ যেন এমন না হয়, যাতে স্নাতক পর্যায়ে গিয়ে ফেলের হার ৯০ শতাংশে পৌঁছে। এখানে যে পাঠক্রম তৈরি করা হবে, তা যেন বর্তমান পর্যায়ে স্নাতক শ্রেণীতে পাসের পথ রুদ্ধ করে না দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে এর মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষা সুসমন্বিত হয়।